সম্ভাষণ

১থিষলনীকীয় ১ অধ্যায় ১ পদ

গত সপ্তাহে আমরা থিষলনীকী মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশে প্রেরিত পৌলের লেখা প্রথম পত্রের পৃষ্ঠাপট সম্বন্ধে শিখেছি। সেখানে আমরা উপলব্ধি করেছি যে, পৌলের ২য় মিশনারী যাত্রায়, মাত্র কয়েক সপ্তাহের জন্য পৌল ও তার সঙ্গীরা গ্রিস দেশের মাকেদনীয়া প্রদেশের থিষলনীকী নামক শহরে সুসমাচার প্রচার করার সুযোগ পেয়েছিল। কিন্তু সেই অল্প সময়ের প্রচারের মধ্যেই ইহূদীদের মধ্যে কয়েকজন এবং ভক্ত গ্রিকদের মধ্যে অনেকে যীশুকে খ্রীস্ট হিসাবে বিশ্বাস করে তাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল (প্রেরিত ১৭:৩-৪)। কিন্তু তা দেখে মৌলবাদী ইহূদী নেতারা ঈর্ষান্বিত হয়ে দুষ্ট লোকদের দ্বারা শহরে গোলযোগ তৈরী করে পৌল ও তার সঙ্গীদেরকে থিষলনীকী ত্যাগ করতে বাধ্য করেছিল। এরপর, পৌল বিরয়া হয়ে আথীনীতে, এবং পরে করিন্থে এসে উপস্থিত হয়। আথীনে একা থাকার সময় পৌল তীমথিয়কে থিষলনীকীর বিশ্বাসীদের কাছে পাঠায়, যেন সে তাদের সুস্থির করে ও বিশ্বাস সম্বন্ধে আশ্বাস দেয় (১থিষ. ৩:১-২)। পৌলের কথা মতো তীমথিয় তাদের কাছে যায় এবং সীলের সঙ্গে মাকিদনিয়া থেকে ফিরে এসে করিন্থে পৌলের সঙ্গে মিলিত হয় (প্রেরিত ১৮:৫, ১)। এই সময় পৌলের শারীরিক ও মানসিক পরিস্থিতি ভালো ছিল না (১করিন্থিয় ২:৩)। কারণ পরপর তিনটি স্থানে (ফিলিপী, থিষলনীকী, বিরয়া) তার সুসমাচার প্রচার দাঙ্গার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল; এবং আথীনীতে পৌল উপহাসের পাত্র হয়েছিল (প্রেরিত ১৭:৩২)। কিন্তু এই সময় তীমথিয় পৌলের কাছে ফিরে এসে বিভিন্ন তাড়নার মধ্যেও থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বিশ্বাস ও প্রেমের শুভ সংবাদ পৌলকে শোনায় (১থিষ. ৩:৬)। থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের বিষয় এমন শুভ সংবাদ শুনে পৌলের হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হয় (৩:৯), প্রভুর পরিচর্যায় নতুন উদ্দীপনা লাভ করে (৩:৭), এবং তাদের মুখ দেখতে পৌল ব্যাকুল হয় (৩:১০-১১)। তীমথিয়ের মুখ থেকে তাদের বর্তমান পরিস্থিতি জেনে পৌল করিন্থ থেকে এই পত্র লেখে। এই পত্রে, পৌল একদিকে যেমন তাদের আদর্শ খ্রীস্টীয় জীবনের জন্য ঈশ্বরের গৌরব করেছে; তেমনই অন্যদিকে, এই সমস্ত নতুন বিশ্বাসীদের খ্রীস্টবিশ্বাসের বিভিন্ন ত্রুটির সংশোধনও করেছে।

আজকের দিনের চিঠি লেখার পদ্ধতির সঙ্গে সেই সময়কার চিঠির পার্থক্য ছিল। আজকের দিনের চিঠি লেখার পদ্ধতি হল, চিঠির শুরুতে সেই চিঠি কাকে লেখা হচ্ছে, তার নাম ও তাকে সম্মোধন করা হয়; এবং চিঠির সব শেষে যে চিঠি লেখে, তার নাম লেখা হয়। কিন্তু পৌলের সময় চিঠির শুরু হত লেখকের নাম ও পরিচয় দিয়ে। আর তারপর সেই চিঠি যাদের উদ্দেশে লেখা হত তাদের নাম ও তাদের প্রতি সম্মোধন থাকত। থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের উদ্দেশেও পৌল তার প্রথম পত্র সেই পদ্ধতিকে অনুসরণ করে লিখেছে।

এইভাবে চিঠির শুরু হয়েছে : *"পৌল, সীল ও তীমথিয়- পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীস্টে স্থিত থিষলনীকীয়দের মণ্ডলী সমীপে। অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক।"* চিঠিটি যেহেতু মূলতঃ পৌলের উদ্যোগে লেখা, তাই তার নাম সবার আগে উল্লেখ করা হয়েছে; এবং তারপর থিষলনীকীতে সুসমাচার প্রচারে যারা পৌলের সহকারী ছিল ও যারা এখন এই চিঠি লেখার সময় পৌলের সঙ্গে করিন্থে আছে, তাদের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আমরা জানি প্রেরিত পৌলের ইহুদী নাম ছিল শৌল। তার এই ইব্রীয় নামটি ছিল খুবই উপযুক্ত, কারণ সে ছিল বিন্যামীন বংশীয় (ফিলিপীয় ৩:৫), যে বংশ থেকে কয়েক শতাব্দী পূর্বে রাজা শৌল আত্মপ্রকাশ করেছিল (১শমূয়েল ৯:১-২)। কিন্তু এই প্রেরিত ছিল জন্ম থেকে রোমীয় নাগরিক (প্রেরিত ১৬:৩৭; ২২:২৮), তাই, এটা আশ্চর্যের নয় যে, তার ত্বকচ্ছেদের সময় (লূক ১:৫৯) তাকে তার ইহূদী নামের (শৌল) পাশাপাশি একটি রোমীয় বা ল্যাটিন নাম (পৌল) দেওয়া হয়েছিল।

পৌল তার অন্যান্য চিঠির ন্যায় এই চিঠিতে নিজের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

নামের পূর্বে *"প্রেরিত"* বা *"যীশু খ্রীস্টের দাসের"* ন্যায় বিশেষণ ব্যবহার করেনি। কারণ হিসাবে আমরা বলতে পারি যে, গ্রিস দেশের মাকিদনীয়া প্রদেশে পৌল যে সমস্ত খ্রীস্টীয় মণ্ডলী স্থাপন করেছিল, সেগুলির কোনোটিতে তার প্রেরিতত্বকে প্রশ্ন করা হয়নি; তাই ফিলিপীয় কিম্বা ১ম ও ২য় থিষলনীকীয় পত্রে পৌল নিজেকে প্রেরিত হিসাবে পরিচিত করার প্রয়োজন অনুভব করেনি। অন্যদিকে, পৌল তার দুজন সহকারীর নামও তার নিজের নামের ন্যায় কোনও বিশেষণ ব্যবহার না করে উল্লেখ করেছে, ***সীল ও তীমথিয়***। এইভাবে, পৌল নিজেকে তার সহকারীদের সম পর্যায়ে ফেলেছে, যার মধ্যে তার নম্রতা প্রকাশ পেয়েছে।

পৌলের দ্বিতীয় মিশনারী যাত্রায় সীল বা সীলভানুস ছিল তার প্রধান সহকারী। আমরা জানি, বার্ণবার সঙ্গে পৌল তার প্রথম মিশনারী যাত্রা শুরু করেছিল, এবং এই যাত্রায় যোহন মার্ক তাদের সঙ্গী হয়েছিল, কিন্তু সে মাঝপথে (পাম্ফুলিয়াতে) তাদের ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আর তাই দ্বিতীয় মিশনারী যাত্রায় বার্ণবা যদিও সেই মার্ককে সঙ্গে নিতে চায়; কিন্তু পৌল তাতে রাজি হয় না (প্রেরিত ১৫:৩৬-৩৮)। ফলস্বরূপ, তারা পরস্পর পৃথক হতে বাধ্য হয়: বার্ণবা মার্ককে সঙ্গে নিয়ে এবং পৌল সীলকে সঙ্গে নিয়ে পৃথকভাবে যাত্রা শুরু করে। পৌলের সঙ্গে ২য় মিশনারী যাত্রা করার পূর্বে আমরা এই সীলের নাম যে কাজের সঙ্গে জড়িত দেখতে পাই, তা হল, জেরুশালেম সম্মেলনে যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়েছিল, তা আন্তিয়খিয়া মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য যে দুজনকে মনোনীত করা হয়েছিল, সীল তাদের মধ্যে একজন (প্রেরিত ১৫:২২, ২৭)। এর থেকে ধরা যায় যে, সীল জেরুশালেম মণ্ডলীর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিল।

পৌলের ২য় মিশনারী যাত্রায় সীল শেষ পর্যন্ত পৌলের সঙ্গী ছিল বলে মনে হয়, সে থিষলনীকী, করিন্থ ও অন্যান্য স্থানে পৌলের সঙ্গে প্রচারও করেছিল (২করি. ১:১৯); পরবর্তীকালে সে পিতরের লেখক হয়ে কাজ করেছিল (১পিতর ৫:১২)। তার নাম থেকে ধরা যেতে পারে যে, সে গ্রিক সংস্কৃতিতে বড় হওয়া একজন ইহুদী *(Hellenistic Jew)* খ্রীস্টবিশ্বাসী ছিল।

তীমথিয়ের বিষয় আমরা জানি যে, তার বাবা ছিল একজন গ্রিক এবং মা ছিল একজন ইহূদী (প্রেরিত ১৬:১-২)। ছোটবেলা থেকে তীমথিয় তার মা ও দিদিমার কাছ থেকে শাস্ত্রশিক্ষা লাভ করেছিল (২তীম. ১:৫; ৩:১৪-১৫)। কিন্তু তার বাবা গ্রিক হওয়ার কারণে ছোটবেলায় তার ত্বকচ্ছেদ হয়নি। তাই, পৌল যখন তার দ্বিতীয় মিশনারী যাত্রায় তীমথিয়কে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চেয়েছিল, তখন ইহূদীদের কথা চিন্তা করে পৌল বাধ্য হয়েছিল তীমথিয়ের ত্বকচ্ছেদ করতে (প্রেরিত ১৬:৩)। যদিও চারিত্রক বৈশিষ্ট্যে তীমথিয় ছিল ভীতু (২তীম. ১:৭), তথাপি তার বিষয় পৌলের উচু ধারণা ছিল; পৌল তাকে বিশ্বাসের পুত্র বলেছে (১তীম. ১:২)। পৌল তার পরবর্তী সমস্ত যাত্রায় তীমথিয়কে সঙ্গে নিয়েছিল এবং বিভিন্ন স্থানে তার প্রতিনিধি করে পাঠিয়েছিল (প্রেরিত ১৯:২২; ১করি. ৪:১৭; ফিলি. ২:১৯), এবং পৌল তার বিভিন্ন পত্রের শুরুতে তার নাম উল্লেখ করেছে (২করি., ফিলি., কল., ১ ও ২থিষ., ফিলিমন)। পৌলের রোমে গৃহবন্দিত্বের সময়ও তীমথিয় তার কাছে ছিল বলে মনে হয় (ফিলি ১:১; কল. ১:১; ফিলিমন ১)। পরবর্তীকালে, তীমথিয় ইফিষীয় মণ্ডলীতে পরিচর্যা করেছিল (১তীম ১:৩), এবং নিজেও বন্দি হয়েছিল (ইব্রীয় ১৩:২৩)। তীমথিয় যখন ইফিষে ছিল, তখন পৌল তার জীবনের শেষলগ্নে তীমথিয়কে দুটি চিঠি লিখেছিল। যাইহোক এইভাবে, তিনজনের মধ্যে (পৌল, সীল ও তামথিয়) সুন্দর টিমওয়ার্ককে *(teamwork)* ব্যবহার করে ঈশ্বর তাঁর মণ্ডলীকে গেঁথে তুলেছিলেন।

পত্রটি ***থিষলনীকীয়দের মণ্ডলীর*** উদ্দেশে লেখা হয়েছে। এখানে, ***'মণ্ডলী'*** কথার অর্থ চার দেওয়ালের তৈরী বিশেষ আকারের ঘর নয়। কারণ, এর জন্য যে গ্রিক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, তা হল *εκκλεσια*, যার প্রাথমিক অর্থ হল, ***"নাগরিকদের সমাবেশ, যারা কোনও রাজদূতের আহ্বানের দ্বারা আহূত হয়ে তাদের বাড়ি থেকে কোনও একটি প্রকাশ্য স্থানে মিলিত হয়।"*** তা-ই, এখানে এর অর্থ, পৌল, সীল ও তীমথিয় এই চিঠি থিষলনীকীর সেই সমস্ত লোকদের সমষ্টির কাছে লিখছে, যারা ঈশ্বরের একসঙ্গে মিলিত

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হবার জন্য আহূত হয়েছে। বেশিদিন হয়নি তাদের এই গোষ্ঠি তৈরী হয়েছে। তারা যেমন বিশ্বজনীন ঈশ্বরের মণ্ডলীর একটি অংশ ছিল, আজ আমরাও সেই বিশ্বজনীন ঈশ্বরের মণ্ডলীর একটি অংশ। খ্রীস্টের অনুসরণকারী হিসাবে আমরা ঈশ্বরের আহ্বানে আহূত বিশ্বাসীদের সমষ্টি, তথা মণ্ডলীর অংশ না হয়ে পূর্ণ অর্থে আমাদের খ্রীস্টীয় জীবন যাপন করতে পারি না।

এই মণ্ডলী ***"পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীস্টে স্থিত।"*** এর দ্বারা খ্রীস্টীয় মণ্ডলীর বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে। খ্রীস্ট বিশ্বাসীরা কেবল এমন ব্যক্তি নয়, যারা ঈশ্বরের বিষয় শুনেছে ও তাঁতে আস্থা স্থাপন করেছে। তারা ***"তাঁতে"*** দিন-প্রতিদিন জীবন যাপন করে। তাদের সমস্ত কাজ তাঁতে করা হয়ে থাকে। তাই তারা ঈশ্বরকে ***"পিতা"*** বলে সম্মোধন করতে পারে। এখন, তারাই কেবল ঈশ্বরকে ***"পিতা"*** বলে ডাকতে পারে, যারা নতুন জন্মের দ্বারা তাঁর সন্তান হয়েছে। যোহন ১:১২ পদে বলা হয়েছে, ***"যত লোক তাঁকে গ্রহণ করল, সেই সকলকে, যারা তাঁর নামে বিশ্বাস করে তাদেরকে, তিনি ঈশ্বরের সন্তান হবার ক্ষমতা দিলেন।"***

কেবল ঈশ্বরকে পিতা বলা নয়, তারা যীশু খ্রীস্টকে ***"প্রভু"*** বলে স্বীকার করে। হিব্রু পুরাতন নিয়মের যে গ্রিক অনুবাদ করা হয়েছিল, যাকে *(Sptuagint* বলা হয়, তাতে ইস্রায়েলের ঈশ্বর "ইয়াওয়েকে" প্রভু *(kurios)* বলে অনুবাদ করা হয়েছে। এখন, আমরা জানি যে, ইহুদীরা কঠোর অর্থে একঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল, এবং পৌল নিজেও একজন ইহুদী ছিল। কিন্তু পৌল যীশু খ্রীস্টের জন্য এই উপাধি (প্রভু) ব্যবহার করেছে। এর অর্থ, পৌলের চিন্তায়, পিতা ঈশ্বর যতোখানি ঈশ্বর-প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, পুত্র যীশু খ্রীস্টও ততোখানি ঈশ্বর ছিলেন : পিতা ও পুত্র এক ও সমান সত্ত্বার অধিকারী। অন্যদিকে, তাঁকে ***"প্রভু"*** বলে স্বীকার করার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনের উপর তাঁর চরম ক্ষমতাকে স্বীকার করে থাকি, তার দ্বারা আমরা আমাদের জীবনে তাঁর নেতৃত্বকে স্বীকার করে থাকি (রোমীয় ১০:১০)। ***"যীশু"*** তাঁর নাম, যে নামের অর্থ "**পরিত্রাতা**"; হ্যাঁ, আমরা আমাদের পাপ থেকে উদ্ধার লাভ করি এমন এক জনের ব্যক্তিত্ব ও কাজ থেকে, যিনি তাঁর ঈশ্বর-প্রকৃতিতে ঈশ্বরের পুত্র এবং মানুষ-প্রকৃতিতে যিনি মরিয়মের গর্ভে জন্মগ্রহণ করেছেন, ৩৩ বৎসর পার্থিব পরিচর্যা করেছেন, ক্রুশে মরেছেন এবং মৃত্যু থেকে পুনরায় জীবিত হয়েছেন (মথি ১:২১; ১১:২৭-৩০; যোহন ১৪:৬; প্রেরিত ৪:১২)। তাঁকে আবার ***"খ্রীস্ট"*** বলা হয়েছে, যা পুরাতন নিয়মে মশীহ, বা "অভিষিক্তকে" নির্দেশ করে। অর্থাৎ, যীশুই হলেন সেই "প্রতিজ্ঞাত মশীহ" যার বিষয় পুরাতন নিয়মে ভাববাণী করা হয়েছে। তাই, "তিনি কে?" তাঁর এই প্রশ্নের উত্তরে আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে পিতর উত্তর দিয়েছিল, ***"আপনি সেই খ্রীস্ট, জীবন্ত ঈশ্বরের পুত্র"*** (মথি ১৬:১৬)।

তাই পৌল যখন এইভাবে থিষলনীকীর মণ্ডলীকে ***"পিতা ঈশ্বরে ও প্রভু যীশু খ্রীস্টে স্থিত"*** বলে উল্লেখ করেছে, তখন তার পরিচিতি পার্থিব যে কোনও *লোকদের সমষ্টি* থেকে পৃথক, তা স্পষ্ট। তাই, ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে কিম্বা খ্রীস্টে তাঁর পারিত্রাণের কাজকে বাদ দিয়ে মণ্ডলীর অস্তিত্ব অসম্ভব। এইভাবে একদিকে, পিতা ঈশ্বরকে স্বীকার করার দ্বারা, থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা তাদের সমাজের জনপ্রিয় বহুঈশ্বরবাদকে ত্যাগ করেছে; অন্যদিকে, যীশু খ্রীস্টকে 'প্রভু' ও 'খ্রীস্ট' বলে স্বীকার করার দ্বারা তাদের পরিচিত ইহুদী ধর্মাবলম্বীদের থেকেও নিজেদের পৃথক করেছে। (প্রেক্ষাপট, প্রেরিত ১৭:১-৩)।

এইভাবে, থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশেষ পরিচয় তুলে ধরার পর, পৌল তাদের প্রতি প্রীতিসম্ভাষণ করে বলেছে: ***"অনুগ্রহ ও শান্তি তোমাদের প্রতি বর্তুক।"*** ***"অনুগ্রহ"*** কথার অর্থ, পাপীদের প্রতি ঈশ্বরের সেই সুনজর, যা তারা পাবার যোগ্য নয়, যার দ্বারা ঈশ্বর তাদের পাপ সম্পূর্ণভাবে ক্ষমা করেছেন ও তাদের অনন্ত জীবন দিয়েছেন। এখন, ঈশ্বর যেহেতু আমাদের প্রতি এই অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন, সেইহেতু আমরা তাঁর সঙ্গে এবং একে অন্যের সঙ্গে "শান্তির" সম্পর্ক উপভোগ করতে পারি। এই ***"শান্তির"*** অর্থ 'যুদ্ধ বা অশান্তির অনুপস্থিতি' নয়; কিন্তু বিস্তৃত অর্থে বা সর্ববিষয়ে শ্রীবৃদ্ধি বা সুস্থতা বা কল্যাণ; যা কোনও বাহ্যিক পরিবেশ বা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না। এখানে মূলতঃ আধ্যাত্মিক শান্তিকেই নির্দেশ করা হয়েছে। এ হল সেই শান্তি, যার কথা যীশু তাঁর

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

শিষ্যদের যোহন ১৪:২৭ পদে বলেছিলেন, *"শান্তি আমি তোমাদের কাছে রেখে যাচ্ছি, আমারই শান্তি আমি তোমাদের দান করছি; জগৎ যেরূপ দান করে, আমি সেরূপ দান করি না। তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হোক, ভীতও না হোক।"* তাই, আমরা অনুগ্রহকে প্রস্রবণের *(fountain)* সঙ্গে তুলনা করতে পারি; যার থেকে শান্তির নদী *(stream)* প্রবাহিত হয়ে থাকে (রোমীয় ৫:১)। এই অনুগ্রহ ও শান্তির উৎসস্থল হলেন স্বয়ং পিতা ঈশ্বর, এবং বিশ্বাসীরা তা প্রভু যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে গ্রহণ করে থাকে।

পৌলের পত্রের এই সম্ভাষণ কেবল সামান্য শুভেচ্ছা *(mere wish)* ছিল না; কিন্তু এর দ্বারা পৌল থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীদের প্রতি বাস্তবে ঈশ্বরের অশীর্বাদ, তথা অনুগ্রহ ও শান্তি কামনা করেছে। পুরাতন ও নতুন নিয়মের বিভিন্ন সম্ভাষণ বা শুভেচ্ছা বাণীর (গণনা ৬:২৪-২৬; লুক ১০:৫-৬; ২ যোহন ৩) সঙ্গে থিষলনীকীয় পত্রের এই সম্ভাষণকে তুলনা করে আমরা বলতে পারি যে, খ্রীস্টের প্রেরিত হিসাবে পৌল বলতে চেয়েছে যে : *"তোমাদের প্রত্যেকের প্রতি অনুগ্রহ ও শান্তি বর্তুক। ঈশ্বরের অনুমোদিত প্রতিনিধি হিসাবে আমি (আমার সহকারী সীল ও তীমথিয়ের সঙ্গে) ঘোষণা করছি যে এটাই বাস্তবে ঘটতে চলেছে।"* এখন মণ্ডলীর উপর সর্বদাই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি থাকা সত্ত্বেও, এইভাবে ঘোষণার দ্বারা বিশেষ করে থিষলনীকীর মণ্ডলীর বিশ্বাসীরা যখন প্রকাশ্যে ঈশ্বর আরাধনায় মিলিত হবে এবং পৌলের এই পত্র পাঠ করবে, তখন তাদের প্রতি এই আশীর্বাদ নেমে আসার কথা বলা হয়েছে। পাশপাশি এই আশীর্বাদ কেবল তারাই ভোগ করতে পারে, যারা তা বিশ্বাসে গ্রহণ করে (লুক ১০:৫-৬)।

পৌলের এই পত্রের প্রথম পদটি পাঠ করার দ্বারা তার পাঠকরা পুনরায় স্মরণ করতে চলেছে যে, তারা তাদের জীবনের সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে ঋণী। আমরা কি সেই সত্য অনুভব করেছি? আমরা কি আমাদের জীবন ও তার সমস্ত বিষয়ের জন্য ঈশ্বরের কাছে কৃতজ্ঞ? যীশু খ্রীস্টের মাধ্যমে ঈশ্বরের যে অনুগ্রহ ও শান্তি আমরা লাভ করেছি, আমরা কি তার থেকে জাগতিক বিষয়কে আরও বেশি মূল্য দিয়ে থাকি? লক্ষ্য করার বিষয় হল, পৌল তার স্থাপিত এই মণ্ডলীর নতুন বিশ্বাসীদের জন্য শারীরিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক বা সাংসারিক স্বাচ্ছন্দ বা প্রাচুর্য কামনা করেনি; কিম্বা পারিপাশ্বিক তাড়না থেকে ঈশ্বরের অলৌকীক উদ্ধার কামনা করেনি; কিন্তু তাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ কামনা করে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ও শান্তি ইচ্ছা করেছে। আজ আমরা ঈশ্বরের কাছে কী চাইব? আমাদের জাগতিক প্রাচুর্য, না আমাদের জীবনে তাঁর বাক্য ও আত্মার মাধ্যমে তাঁর অনুগ্রহ ও শান্তির উপস্থিতি?

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com